দৈনিক ইত্তেফাক

157

তারিখ APR 4 1999
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

গ্রন্থাগার আছে গ্রন্থাগারিক নাই!

রাজশাহী অফিস ।। রাজশাহী সরকারী গণগ্রন্থাগারটি বর্তমানে কোন লাইব্রেরীয়ান ছাড়াই পরিচালিত হইতেছে। এখানে সহকারী লাইব্রেরীয়ানের কোন পদ নাই। একমাত্র লাইব্রেরীয়ান চার বৎসর আগে বদলী হইয়া যাওয়ার পর নূতন লাইব্রেরীয়ান আসেন নাই। বিভাগের সরকারী গণগ্রন্থাগারগুলি দেখা-শোনার দায়িত্বে নিয়োজিত সিনিয়র লাইব্রেরীয়ান তাঁহার অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে এই

(৯ন পৃঃ দ্রঃ)

(৩য় পৃঃ পর)

লাইব্রেরীর দৈনন্দিন কাজকর্ম পরিচালনা করিতেছিলেন। তাঁহার দফতর এই গণগ্রন্থাগারে অবস্থিত। গত ডিসেম্বর মাসে তিনি অবসর গ্রহণ করিলে এই পদটিও শূন্য

গ্রন্থাগার আছে

হইয়া পড়িয়াছে। গণগ্রন্থাগারের একজন মহিলা পাঠকক্ষ সহকারীকে ৪০ হাজার গ্রন্থসমৃদ্ধ এই গণ গ্রন্থাগারের দায়িত্বে রাখা হইয়াছে। বিভাগের অন্য সরকারী গণগ্রন্থাগারগুলি দেখার জন্য বর্তমানে কোন কর্মকর্তা নাই। গণ গ্রন্থাগারের একজন কর্মচারী জানান, এখন বাজেট পেশ করার সময়। সিনিয়র লাইব্রেরীয়ানের অবর্তমানে তাহাদের একাজে অসুবিধা হইতেছে।

রাজশাহী সরকারী গণগ্রন্থাগারটির গুরুত্ব আলাদা। রাজশাহীতে বিশ্ববিদ্যালয়সহ বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। গণ গ্রন্থাগারে প্রতিদিনই পাঠকের সংখ্যা বাড়িতেছে। বর্তমানে প্রতিদিন পাঠকের সংখ্যা এক হাজার হইতে দেড় হাজার। রাজশাহী হইতে বৃটিশ কাউন্সিল উঠিয়া যাওয়ার পর এই গ্রন্থাগারে পাঠকের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু গণগ্রন্থাগারে একদিকে গ্রন্থ অন্যদিকে কর্মচারীর সংখ্যা কম হওয়ায় পাঠকদের অসুবিধা হইতেছে। তাহারা গ্রন্থাগারের নিকট হইতে বাঞ্ছিত সুযোগ-সুবিধা পাইতেছে না।

জানা গিয়াছে সত্তর দশকে এই গ্রন্থাগার চালুর সময় ইহার কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা ছিল ২৮ জন। পরে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পদ কাটিয়া কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা করা হইয়াছে মাত্র ১৪ জন। এই কম সংখ্যক কর্মচারীও এখন নাই। মাত্র দশজন কর্মচারী লইয়া বর্তমানে গণগ্রন্থাগারটি পরিচালিত হইতেছে। ইহার একমাত্র মালীকে পিয়ন হিসাবে ব্যবহার করায় গণগ্রন্থাগার প্রাঙ্গণে প্রচুর স্থান থাকা সত্ত্বেও কোন উদ্যান গড়িয়া তোলা হয় নাই।